MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
রেজি. নং ডিএ ১৩২৬ : ২০তম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০২২; জানুয়ারি ২০২৩
দাম : দশ টাকা

দুর্নীতির ইঞ্জিন টানছে উন্নয়নের রঙ্গিন বগি নিচে চাপা পড়ছে দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষ

মুক্তবাজারি পুঁজিবাদের উপহার ৫১ বছরের বাংলাদেশ

ডিসেম্বর মাস। আজ থেকে ৫১ বছর আগে এ মাসেই ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর রক্তঝরা জনযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। একদিকে স্বজন হারানোর শোকসাগর অন্যদিকে আলোর মেলায় উদ্ভাসিত আকাশতলে ধরা কাঁপানো মুক্তির আনন্দে আত্মহারা বিজয়ী জনগণ। কিন্তু বিজয়ের প্রথম প্রহর থেকেই জনতার মুক্তির স্বপ্ন ফ্যাকাশে হতে থাকলো। আপামর জনগণ রক্ত ঢেলে দেশ স্বাধীন করলো আর নেতৃত্বের আসনে থাকা বাঙালি উঠতি ধনিক বুর্জোয়াশ্রেণি করলো দেশ দখল। এখান থেকেই শুরু হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা, গণ-আকাঙ্ক্ষা ও সাংবিধানিক অঙ্গীকার পাশ কাটিয়ে বা অস্বীকার করে রাষ্ট্র পরিচালনার পথ চলা। মুক্তিযুদ্ধ ছিল সহমর্মিতার, সমস্বার্থের, দশের স্বার্থে-দেশের স্বার্থে নিজেকে উৎসর্গের, অথচ স্বাধীন দেশ চালানোর দায়িত্বপ্রাপ্তদের পথ হলো আত্মপ্রতিষ্ঠার, জোর যার মুল্লুক তার, বৈষম্য সৃষ্টির, দেশকে ব্যক্তি-গোষ্ঠীর স্বার্থে ব্যবহারের। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল, 'বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করনার্থে সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র রূপে প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম...'। আর স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বরে প্রণীত সংবিধানের প্রস্তাবনায় লেখা হয়েছে, 'আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহিদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল–জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।' আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা–যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে,...'। অনুচ্ছেদ-১০ এ লেখা হয়েছে, 'মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।' এ সব কিছুই এখন কথার কথায় পরিণত হয়েছে। সাম্যের বদলে বৈষম্য আকাশ ছোঁয়া, বিত্তবান লুটেরাদের মিথ্যা মর্যাদা সত্যিকারের মানবিক মর্যাদাকে গ্রাস করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে মর্যাদাহীন করে রেখেছে। সামাজিক সুবিচার-ন্যায়বিচার এখন দরিদ্র-শ্রমজীবী এমনকি নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তদেরও নাগালের বাইরে, বিত্তবৈভবের শিকলে বাঁধা আর ক্ষমতাবানদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার মর্জিতে সাঁটা। তা না হলে কি সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন ৯৪ বার পেছাতে পারে? একজন ব্যাংক কর্মকর্তা আরব আলীর বিরুদ্ধে ১৯৮১ সালে মামলা হয়। ৫২ বছর বয়সে আসামী হয়ে ৪০ বছর আদালতে দৌড়াদৌড়ি করে ৯০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করে মামলা থেকে অব্যাহতি পান (প্রথম আলো ২ ডিসেম্বর ২০২২)।

রাজনৈতিক সহিষ্ণুতা ও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ভূলুণ্ঠিত ১০ ডিসেম্বর বিএনপির ঢাকা বিভাগীয় সমাবেশকে কেন্দ্র করে ২ থেকে ৫ ডিসেম্বর ৪ দিনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৩ হাজার ৮৯৫ জনকে। ২৪ ঘণ্টায় ৪০৫ মামলা। (প্রথম আলো, ৬ ডিসেম্বর ২০২২)। ৭ তারিখে সমাবেশের তিন দিন আগে বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পুলিশের নজিরবিহীন নৃশংস হামলা, একজন নিহত-শতাধিক আহত এবং আটক করা হয়েছে প্রায় তিন শ নেতা-কর্মীকে। এর আগে অন্যান্য বিভাগগুলোর সমাবেশেও সড়ক-রেল, নৌপথে পরিবহণ বন্ধ রেখে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

গাজীপুরের কালিয়াকৈর সরকার বিরোধী নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ২৯ নভেম্বর করা মামলায় ১১ জনের নাম উল্লেখ করে ১৫০ জনকে আসামি করা হয়। একজন গ্রেপ্তারও হয়ে যান। অথচ মামলার বাদি আব্দুল মান্নান শেখ বলেন, 'কসম, আমি ঘটনাস্থলে ছিলাম না। এখানে আলাউদ্দিন এসআই ছিল। এই স্যার আমারে বারে বারে ফোন দিয়া অস্থির কইরা ফেলছে। আমি বলছি স্যার আমি দাওয়াতে আছি। আমি দাওয়াতে থাইক্যা মামলা করলাম কীভাবে? আমি ছিলামও না, দেখিও নাই। স্যারগো আমি কইছিলাম, স্যার আমারে আপনারা ঝামেলায় ফালাইয়েন না।' (প্রথম আলো ১ ডিসেম্বর ২০২২) এরূপ অসংখ্য ঘটনায় আইন ও বিচার-আচারের নমুনা আমরা নিত্যদিন দেখছি।

আর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শুধু তিন দিন ২৮, ২৯ ও ৩০ নভেম্বরে পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য মতে 'ভোলার চরফ্যাশনে এক গৃহবধূকে কোপিয়ে হত্যার অভিযোগ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে করা হয়েছে। এর কয়েক বছর আগে এসিড নিক্ষেপ করে ঐ নারীর শরীর ঝলসে দেয়া হয়েছিল। বাগেরহাটে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ মামলার এক সাক্ষীকে কোপিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে। সৈয়দপুরে ছাগলে খেত খাওয়ায় হাতাহাতির

জেরে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় এক বৃদ্ধাকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। শ্রীমঙ্গল চা বাগান থেকে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির লাশ মিলেছে। নিখোঁজের প্রায় ৩ মাস পর ফরিদপুরের মধুখালি থেকে এক কিশোরের দেহাবশেষ উদ্ধার করে পুলিশ। ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে এক বাক প্রতিবন্ধীকে ধর্ষণের পর পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ, যাত্রাবাড়ির কাজলা এলাকার একটি বাড়ি থেকে এক দম্পতির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ, আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাওয়ার সময় বগুড়ার ধুনটে আসামির হামলায় এক ব্যক্তি নিহত, চাঁদপুরে বন্ধুর ছুরিকাঘাতে এক কিশোর নিহত, বরিশালে স্বামীকে হত্যার অভিযোগে স্ত্রীকে আটক করে পুলিশ, ঝিনাইদহের মহেশপুরে এক দোকানিকে কোপিয়ে এবং গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে এক ব্যবসায়ীকে জবাই করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা, সিলেটের কানাইঘাটে ধান খেত থেকে এক যুবকের রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ (কালের কণ্ঠ ৩০ নভেম্বর ২০২২)। এ ছাড়াও ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর ১১ মাসে নদী ও সাগর থেকে ৩২৫ লাশ উদ্ধার, পরিচয় মেলেনি ৯২ জনের। হত্যা মামলা ৪৯, অপমৃত্যুর মামলা ১৬২, বুড়িগঙ্গা থেকে উদ্ধার ৪১ লাশ, জেলেদের জালে উঠে আসছে খুলি-কঙ্কাল। (কালের কণ্ঠ ৩০ নভেম্বর ২০২২)

কি ভয়ংকর পরিস্থিতি! নারী নির্যাতন ও নারীর প্রতি সহিংসতার চিত্রও আতঙ্কজনক। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) তথ্য মতে চলতি বছরে ১০ মাসে ৮৩০ নারী ধর্ষণের শিকার, দলবদ্ধ ধর্ষণ ১৯৫ জন। ধর্ষণের পর হত্যা ৩৯ জন, ধর্ষণ চেষ্টা ১৪১টি, ধর্ষণ ও ধর্ষণ চেষ্টাজনিত কারণে আত্মহত্যা ৭ জন, যৌতুককেন্দ্রিক শারীরিক নির্যাতন ৬৮, নির্যাতন চালিয়ে হত্যা ৭২, এসিড সন্ত্রাস ১২, পারিবারিক নির্যাতন ৪১১। স্বামী ও স্বামীর পরিবারের দ্বারা খুন হয়েছেন ২১৫ জন। পারিবারিক সহিংসতায় আত্মহত্যা করে ৭৯ নারী (কালের কণ্ঠ ২৫ নভেম্বর, ২০২২)।

আর্থিক লুটপাট বেশুমার চলছে। গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইনটিগ্রিটি (GFI) ২০২০ সালেই তাদের রিপোর্টে বলেছে, 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর ৬৪ হাজার কোটি টাকা (৭৫৩ কোটি ৩৭ লাখ ডলার, প্রতি ডলার ৮৫ টাকা হিসাবে) পাচার হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জানান, ১ লাখ ডলারের মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ি মাত্র ২০ হাজার ডলারে আমদানির ঋণপত্র খোলা হয়েছে। বাকি অর্থ হুন্ডিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার আমদানি করা বিভিন্ন পণ্যে ২০ থেকে ২০০ শতাংশ পর্যন্ত ওভার ইনভয়েস (আমদানি মূল্য বাড়িয়ে দেখানো) হয়েছে। গত জুলাই মাসে এমন আশ্চর্যজনক প্রায় ১০০টি ঋণপত্র বন্ধ করা হয়েছে।' ২০২১ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইনটিগ্রিটি (জিএফআই) অর্থ পাচার নিয়ে প্রতিবেদনে বলেছে, আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমের মাধ্যমে মূল্য কমবেশি দেখিয়ে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৪ হাজার ৯৬৫ কোটি ডলার অর্থাৎ ৪ লাখ ২২ হাজার ২৫ কোটি টাকা পাচার হয়েছে। প্রতি বছর গড়ে ৭৫ হাজার কোটি টাকা এভাবে পাচার হয়। তারা আরও বলেছে, বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যদের যত আমদানি-রপ্তানি হয়, এর মধ্যে ১৭.৩% পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণায় গরমিল থাকে (প্রথম আলো ২ ডিসেম্বর ২০২২)। ২০১৯ সালে আইএমএফ অবলোপন করা ঋণ বাদে অন্যসব মিলিয়ে খেলাপি ঋণ ২ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা হিসাব দিয়েছিল। অবলোপন করা ঋণসহ যা দাঁড়ায় প্রায় ৩ লাখ কোটিতে। ২ বছরে তা বেড়ে ৪ লাখ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। এর অর্থ হলো ব্যাংক খাতে মোট ঋণের এক তৃতীয়াংশের কাছাকাছি খেলাপি হয়ে গেছে। এর বড় অংশ পাচার হয়ে গেছে (প্রথম আলো ২৫ নভেম্বর ২০২২, অধ্যাপক মইনুল ইসলামের প্রবন্ধ)। ব্যাংকসহ সার্বিক আর্থিক খাতের লুটপাটের ঘটনায় হাইকোর্টে শুনানিতে বিচারপতি বলেন, বেসিক ব্যাংক থেকে যারা জনগণের টাকা আত্মসাৎ করেছেন তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে। যারা ব্যাংকের টাকা (জনগণের টাকা) লুটপাট, আত্মসাৎ ও পাচার করেছেন তারা জাতির শত্রু। অর্থ লুটপাট ও আত্মসাতের মামলা দ্রুত ট্রায়াল হওয়া উচিত। যারা জনগণের টাকা আত্মসাৎ করেন, তাদের শ্যুট ডাউনের মতো শাস্তি হওয়া উচিত (প্রথম আলো ৯ নভেম্বর ২০২২)। ইসলামি ব্যাংক থেকে নভেম্বর ২০২২ সালে তুলে নেয়া হয়েছে ২ হাজার ৪৬০ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে ৩ কথিত ইসলামি ধারার ব্যাংকের সন্দেহজনক ঋণ ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। শিমুল এন্টারপ্রাইজ ১ হাজার ৬৯০ কোটি, নাবা অ্যাগ্রো ট্রেড ১ হাজার ২২৪ কোটি, আনোয়ারা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল ১ হাজার ৯০ কোটি, নাবিল গ্রেইন ক্রপস ১ হাজার ১১ কোটি, মার্টস বিজনেস ৯৮১ কোটি, নাবা ফার্ম লিমিটেড ৬৪০ কোটি, ইন্টরন্যাশনাল প্রোডাক্ট প্যালেস ৫৪৫ কোটি, নাবিল ফিড মিলস ৬১ কোটি। ইসলামি ব্যাংক মোট ঋণ প্রায় ৭ হাজার ২৫০ কোটি (১ থেকে ১৭ নভেম্বর ২ হাজার ৪৬০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ)। ফার্স্ট সিকিউরিটি ও এসআইবিএল থেকে এ সময়ে আরও ঋণ ২ হাজার ৩০০ কোটি টাকা।...ব্যাংকের নথিপত্রে নাবিল গ্রেইন ক্রপস লি. অফিসের ঠিকানা বনানীর বি ব্লকের ২৩নং সড়কের ৯ নম্বর বাড়ি। সেখানে গিয়ে দেখা গেল এটি পূর্ণাঙ্গ আবাসিক ভবন। ঋণ পাওয়া মার্টস বিজনেস লি. ঠিকানা বনানীর ডি ব্লকের ১৭নং সড়কের ১৩নং বাড়ি। সেখানে গিয়ে মিললো রাজশাহীর নাবিল গ্রুপের অফিস। মার্টস বিজনেস লাইন নামে তাদের কোন প্রতিষ্ঠান নাই।

এভাবেই ভুয়া কোম্পানি খুলে IBBL থেকে ২ হাজার কোটি টাকা তুলে নিয়েছে (প্রথম আলো ২৪ নভেম্বর ২২)। ২০১৭ সালে ইসলামি ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ নেয় এস আলম গ্রুপ। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক তদন্তে ব্যাংকটির খাতুনগঞ্জ শাখায় গ্রুপটির ৬ হাজার কোটি টাকার মন্দ ঋণ, ব্যাংকটির বার্ষিক প্রতিবেদনে নিয়মিত হয়ে গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী ওই গোষ্ঠী নানা নামে ইসলামি

ব্যাংক থেকে ৩০ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। দৈনিক নিউ এজ পত্রিকা প্রতিবেদন বলছে, আইন ও নিয়মকানুন মানলে গ্রুপটি ইসলামি ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে পারে ২১৫ কোটি টাকা। তার অর্থ পাওয়া যোগ্যতা থেকে ১৩৯ গুণ বেশি আদায় করতে পেরেছে প্রত্যক্ষ-প্রচ্ছন্ন ক্ষমতার প্রভাবে (প্রথম আলো ১ ডিসেম্বর প্রবন্ধে)। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জীবন দ্রব্যমূল্যের কষাঘাতে চরমভাবে বিপর্যস্ত। ৬৪% মানুষ খাদ্য কিনতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। ২৯% পরিবার তাদের সঞ্চয় ভেঙে চলছে। ১০% পরিবার গত ১ বছরে সব সঞ্চয় ভেঙে খেয়েছে। নিম্ন আয়ের ৪২% পরিবারের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সর্বক্ষেত্রে অবনতি হয়েছে। (ঋণ প্রতিবেদন, প্রথম আলো ২৩ নভেম্বর ২০২২)। সরকার খোলা বাজারে (OMS) চাল, ডাল বিক্রির যে ব্যবস্থা করেছে তা এতই অপ্রতুল যে, ১০ থেকে ১৮ ঘণ্টাও অনেক ক্ষেত্রে লাইনে থাকতে হয়। নোয়াখালীর দিনমজুর তপন মালাকার কাজের খোঁজে সস্ত্রীক সীতাকুন্ডে আসে। স্ত্রী শিখা মালাকার (৩৮) ১৪ নভেম্বর ওএমএস এর লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। ভোরে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অসুস্থ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে তাকে মৃত ঘোষণা করে (প্রথম আলো ২৩ নভেম্বর ২০২২)। চতুর্দিকে দুর্নীতির ইঞ্জিন টেনে নিয়ে চলছে উন্নয়নের রঙ্গিন বগি আর তার নিচে চাপা পড়ছে দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষ। এটা মুক্ত বাজারি পুঁজিবাদের উপহার, ৫১ বছরের বাংলাদেশ।

এই অবস্থায় আনতে বুর্জোয়া শাসকশ্রেণি রাজনীতিকে আদর্শহীন করে দুর্বৃত্তায়িত করেছে। আর রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্বৃত্তদের হাতে তুলে দিয়েছে। গণতন্ত্রের বদলে পরিবারতন্ত্র, লুটপাটতন্ত্র আর স্বৈরতন্ত্রের চেহারা বদল, গদি দখল, পোশাক বদল করতে গিয়ে এরা হানাহানি, খুনোখুনি, চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদদ, তোষামোদ, গাঁটছড়া বাধা সেরে এখন রাজনীতিকে ভেলকির খেলা বানিয়ে খেলতে নেমেছে। গণতন্ত্র তো দূরের কথা, ভোটতন্ত্রও রক্ষা করার সক্ষমতা এরা হারিয়ে ফেলেছে। নিচের দিকের সকল নির্বাচনে চর দখলের লড়াই আর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিনা ভোটে কিংবা নিশি ভোটে কাজ সারার জায়গায় পৌঁছেছে। এবার কীভাবে কি হবে তা ঠিক করার জন্য দেশি-বিদেশি মাথাগুলো খাটছে, ঘামছে। পুঁজিবাদকে বাঁচিয়ে রেখে পুঁজিবাদ সৃষ্ট সংকট উত্তরণের পথ খোঁজা হচ্ছে। এর আগে ৩টি বড় সংকটে (১৯৭৫, ১৯৮০-৮১, ২০০৬-৭) যে সব ব্যবস্থাপত্র নেয়া হয়েছিল তাতে এক গোষ্ঠী পুঁজিপতির বদলে আরেক গোষ্ঠী পুঁজিপতি রক্তাক্ত পথে কিংবা চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের সিঁড়ি বেয়ে গদিনশীন হয়েছে, তাদের সম্পদ স্ফীত হয়েছে কিন্তু জনদুর্ভোগ কমেনি বিধায় ব্যবস্থা টেকসই হয়নি। হওয়ার কথাও নয়। কারণ, গোষ্ঠী বদল, রং বদল, পোশাক বদল করে একই পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রক্ষকরাই বহাল থাকছে।

সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু কী ধরনের সংস্কার হবে? সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকারসমূহের সম্প্রসারণ ও প্রতিষ্ঠার সংস্কার নাকি সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল কিংবা গাঁটছড়া বাধা মুক্তবাজারী পুঁজিবাদী শাসন-শোষণ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা ও প্রলম্বিত করার সংস্কার? লুটেরাদের কাছ থেকে লুটপাটের সম্পদ জগণের কাছে ফেরত দেয়ার ও জনকল্যাণ কাজে ব্যবহারের সংস্কার নাকি শ্রমজীবী জনগণের মেধা ও শ্রম শক্তিকে আরও বেশি নিংড়ে নিয়ে অধিক মুনাফা লুটার সংস্কার? জনগণ ৫১ বছরের দেশ শাসন-শোষণকারী শক্তি ও তাদের সহযোগীদের কাছ থেকে ও তাদের কারণে সৃষ্ট বারে বারে ঘুরে আসা সংকট মহাসংকট থেকে পরিত্রাণ চায়। কিন্তু তাদের ঐতিহ্য-বিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তি, আন্তর্জাতিক মদদ জনমনে পশ্চাদগামী ভাবনা, প্রচারশক্তি, অবনমিত সংস্কৃতি, বামপন্থিদের অনৈক্য-অমনযোগ ও অতীত ভ্রান্তির জের টেনে চলা পরিস্থিতি সব কিছু মিলে ভারী কঠিন পাথর সরানোর কাজটি সাফল্য পায়নি। তবে অর্ধশতাব্দীর আশাহত অভিজ্ঞতা এবার নতুন আশা জাগাতে পারে, তবে পুরোনো কায়দায় নয়। মানুষের বাঁচার ব্যবস্থাকে ওরা দুঃসাধ্য করেছে, অনেক আশার মৃত্যু ঘটিয়েছে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত মুক্তির আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নকে মারা সম্ভব নয়। তাই সমাজের আমূল রূপান্তরের লক্ষ্যে বাম বিপ্লবীদের পাশে দাঁড়ানোর এটাই সময়। এতে আসন্ন সংকট হঠাৎ কাটবে না। কাল বা পরশু এর পূর্ণ সমাধান হয়ে যাবে না। তবে মুক্তির দিগন্তের দেখা মিলবে, উত্তরণ, অতিক্রম ও অর্জনের পথ খুলবে। আসুন সে পথে অগ্রসর হই। মুক্তিযুদ্ধের ৫১ বছরের এটাই বাসদে আহ্বান।

বর্তমান পরিস্থিতির মারমার-কাটকাট, উত্তেজনা ও উস্কানী সৃষ্টির বাঁচাল বাকযুদ্ধ, অঢেল টাকা ঢালার গড্ডলিকা প্রবাহ, নির্বাচনী কারিকুরি ভাবনা ইত্যাদির মধ্যে ফেঁসে গিয়ে কি অতীতের পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে? অতীতে এর চেয়েও খারাপ ছিল এই বিতর্কে খারাপকে বৈধতা দেয়ার রাজনীতি রুখে দাঁড়ানোই এখন সময়ের দাবি। আসুন গণতান্ত্রিক চেতনা রক্ষা, শোষণ-লুণ্ঠন বন্ধ ও জনজীবনের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তুড়ি। আওয়াজ তুলুন :

১. ভোটার বর্জিত ও নিশি ভোটের সরকার পদত্যাগ কর, সংসদ ভেঙে দাও, নির্দলীয় তদারকি সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর কর।

২. সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু কর। নির্বাচনী আইন সংশোধন করে গণতান্ত্রিক নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন কর। নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা কর : ক. অনুপার্জিত সম্পদের মালিক ও বিদেশে টাকা পাচারকারী খ. ঋণ খেলাপি ও ঋণ অবলোপনকারী গ. দ্বৈত নাগরিক ঘ. অতীতে নির্বাচনী কাজে জাল-জালিয়াতির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি ঙ. সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি। সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি দখল ও প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সাম্প্রদায়িক উসকানিদাতা চ. নারী নির্যাতনে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সম্পৃক্ত ব্যক্তি।

৩. আয়কর যোগ্য ব্যক্তি ও পরিবার ব্যতীত সর্বস্তরে মানুষের জন্য চাল-ডাল, তেল-চিনি, আটা রেশনে পাওয়ার ব্যবস্থা চালু কর। কর্মহীন সকল নাগরিকের জন্য বেকার ভাতা চালু কর।

৪. সারা দেশের গ্রাম-শহরের গুরুত্বপূর্ণ হাট-বাজারে কৃষিপণ্য লাভজনক মূল্যে খোদ কৃষকের কাছ থেকে ক্রয়ের জন্য ক্রয়কেন্দ্র খোল। একই ব্যবস্থায় ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ পাওয়ার ব্যবস্থা কর। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন কর, সমতলের আদিবাসীদের দাবি পূরণ কর।

৫. শ্রমিকদের ন্যূনতম জাতীয় মজুরি ২০ হাজার টাকা আইন করে বাস্তবায়ন কর। শ্রম আইনের অগণতান্ত্রিক ধারা বাতিল কর। সারাদেশে নারীদের জন্য হোস্টেল ও শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার চালু কর।

৬. শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বাণিজ্য বন্ধ কর। উভয় ক্ষেত্রে জাতীয় বাজেটের যথাক্রমে ২৫ ভাগ ও জিডিপি'র ৬ ভাগ বরাদ্দ কর। সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত কর ও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচন দাও।

৭. বিদেশিদের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি প্রকাশ কর। দেশ ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী চুক্তিসমূহ বাতিল কর।

শোষণমূলক, দমনপীড়নের রাজনীতি, লুটপাট ও দুঃশাসন মোকাবিলায় রাজনৈতিক সংগ্রামের বিকল্প নেই। আন্দোলনের পথেই জনগণের অধিকার অর্জিত হতে পারে। তাই আসুন আন্দোলনকে শক্তিশালী করি।